পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ সপ্তম অধ্যায় - যীশু ও প্রেরিতগণ বিষয়ক অশোভনীয়তা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৭. ১. ২৪. ৫. পিতার কবর দেওয়া ও বিদায় নেওয়াও নিষিদ্ধ!

লূক লেখেছেন: ‘‘আর এক জনকে তিনি বললেন, আমাকে অনুসরণ কর। কিন্তু সে বললো, প্রভু, আগে আমার পিতাকে কবর দিয়ে আসতে অনুমতি দিন। তিনি তাকে বললেন, মৃতেরাই নিজ নিজ মৃতদের কবর দিক; কিন্তু তুমি গিয়ে আল্লাহর রাজ্য ঘোষণা কর। আর এক জন বললো, প্রভু, আমি আপনাকে অনুসরণ করবো, কিন্তু আগে নিজের বাড়ির লোকদের কাছে বিদায় নিয়ে আসতে অনুমতি দিন। কিন্তু ঈসা তাকে বললেন, যে কোন ব্যক্তি লাঙ্গলে হাত দিয়ে পিছনে ফিরে চায়, সে আল্লাহর রাজ্যের উপযুক্ত নয়।’’ (লূক ৯/৫৯-৬২, মো.-১৩)

মুর্খ ও ভণ্ড ধর্মগুরু ছাড়া কোনো বিবেকবান শিক্ষিত মানুষ কি এ নির্দেশ স্বাভাবিক ও মানবিক বলে গণ্য করবেন? মৃত পিতামাতার দাফন করা কি ঈশ্বরের নির্দেশিত ভাল কর্ম নয়? ঈশ্বরের প্রেম, মুক্তি ও ধার্মিকতা কি এতই কঠিন? পিছনে ফিরে তাকালে আর ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা যাবে না? পিছনে তাকানো কি এত বড় মহাপাপ যার কারণে সকল বিশ্বাস, কর্ম ও আন্তরিকতা মূল্যহীন হয়ে যাবে?

এর বিপরীতে আমরা দেখি যে, যীশু যাকে ভালবাসতেন সেই শিষ্যা মরিয়ম ও মার্থার ভাই লাসারের মৃত্যুতে বোনদেরকে কাঁদতে নিষেধ করেননি। উপরন্তু নিজেও কেঁদেছেন। (যোহন ১১/৩৫)। প্রেমকৃত মহিলাকে ক্রন্দনের জন্য আপত্তি করলেন না এবং নিজেও কাঁদলেন। কিন্তু অন্য মানুষকে পিতাকে কবর দিতে নিষেধ করলেন!

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=14378

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন